যুগান্তর

৩০/৮/২০০৩

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৪

পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি : আরও প্রচারের প্রয়োজন ছিল

২ ফেলের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় অনেকে এই ফলাফলকে বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নম্বর পাওয়ার ওপর গ্রেডিং পদ্ধতির প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ নেই। প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করেই গ্রেডিং পদ্ধতিকে সাজান হয়। এ বছরের এসএসসি পাসের হার আশানুরূপ না হওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে- নকল প্রতিরোধের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ- যেমন (১) নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ এবং সে কেন্দ্রগুলোর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা। (২) নকলের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করা। (৩) নকলের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া।

পরীক্ষার ফলাফলের জন্য নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বর ৮০-১০০=গ্রেড এ+গ্রেড পয়েন্ট-৫, ৬০-৭৯=গ্রেড এ-গ্রেড পয়েন্ট ৪, ৫১-৫৯=গ্রেড বি- গ্রেড পয়েন্ট-৩, ৪১-৫০ গ্রেড সি, গ্রেড পয়েন্ট ২, ৩৩-৪০=গ্রেড ডি- গ্রেড পয়েন্ট ১ ও ০-৩২=গ্রেড এফ, গ্রেড পয়েন্ট ০ করে সাজিয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে শিল্পোন্নত প্রায় সব দেশেই পরীক্ষার মূল্যায়ন গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রয়োগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নতা জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

১৯৮৩ সাল থেকে কানাডায় সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট দেয়া হয় ১২টি বিষয়ের ওপর ৭টি গ্রেডে বিন্যাস করে। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য মূল সনদে শিক্ষক প্রদত্ত গ্রেড, বিভাগীয় প্রাপ্ত নম্বর এবং উভয় গ্রেডকে সমন্বয় করে গড় গ্রেড উল্লেখ করা হয়। বিষয়ভিত্তিক যে গ্রেড করা হয় তা হল- শতকরা হিসাবে- এ=৮০-১০০, বি=৬৫-৭৯, সি=৫০-৬৪, এফ=০-৪৯ এবং পি দ্বারা পাস বুঝান হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা সনদ ৪ বছরের চলমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেয়া হয় এবং প্রত্যেককে ১৬ ইউনিট অর্জন করতে হয়। প্রতি ইউনিট পাওয়ার জন্য প্রতি বিষয়ে ৫ দিনের সপ্তাহের প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা পিরিয়ডের ৩৬ সপ্তাহ ক্লাসে যোগদান করতে হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেড পয়েন্ট বা গ্রেড পয়েন্ট এভারেজের প্রচলন নেই। প্রচলিত গ্রেড হল- এ=এক্সিলেন্ট, বি=গুড, সি=এভারেজ, ডি=পাস এবং এফ=ফেল। কমপক্ষে সি গ্রেড না পেলে পড়াশুনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ কিছু কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য স্কলাস্টিক এচিভমেন্ট টেস্ট (স্যাট-১) ও এমেরিকান কলেজ টেস্ট (এসিটি)-এ উত্তীর্ণ হতে হয়। উচ্চ শিক্ষায় পরীক্ষা মূল্যায়নে গ্রেডের সঙ্গে গ্রেড পয়েন্টের সংখ্যা উল্লেখ থাকে যেমন- এ=এক্সিলেন্ট জিপি-৪, বি=গুড জিপি-৩, সি=এভারেজ জিপি-২, ডি=পাস জিপি-১ এবং এফ=ফেল জিপি-০। ছাত্রদের পড়াশুনা চালানোর জন্য গ্রেড সিসহ জিপিএ ২ সংরক্ষণ করতে হয়। প্রত্যেক কোর্সের গ্রেড পয়েন্টকে কোর্সের ক্রেডিট ঘণ্টা দিয়ে গুণনের ফলকে ভর্তির পরের সমস্ত ক্রেডিট ঘণ্টা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হয়।

যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে এ থেকে জি পর্যন্ত ৭টি গ্রেড স্কেলের মাধ্যমে পরীক্ষা মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোচ্চ স্তরকে এ এবং সর্ব নিম্ন স্তরকে জি গ্রেড প্রদান করা হয়। স্কটল্যান্ডে ১ থেকে ৭টা পর্যন্ত সংখ্যার গ্রেড স্কেলে বিন্যাস করে ১ থেকে সর্বোচ্চ মানের এবং ৭ কে সর্বনিম্ন মানের বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বের গ্রেডিং পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সুনির্দিষ্ট কোন একটি প্রচলিত পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষার মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রবর্তনকে একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু একে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আরও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। ত্রুটিগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন : (১) প্রাপ্ত নম্বর ৯৩+ ৮৮+৮৭+ ৯০+৬৯+ ৬৮+৫৮+৫০+৫০=মোট নম্বর ৫২১-এর গ্রেড পয়েন্ট যথাক্রমে ৫+৫+৫+৫+৪+ ৪+৪+৩=২+২=৩৯ এবং তার জিপিএ=৩৯১০=৩.৯ (২) প্রাপ্ত নম্বর : ৬১+৮০+৬০+৬২+৬১+৮০+ ৬০+৬০+ ৬০+ ৪১ = মোট নম্বর = ৬২৫-এর জিপি যথাক্রমে- ৪+৫+৪+৪+৪+৫+৪+৪+৪+২=৪০ এবং জিপিএ =৪০১০=৪ জিপিএ।

পরীক্ষার মূল্যায়নে এত বড় তারতম্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর প্রতিকার প্রয়োজন। জিপি[illegible] নির্ধারণের জন্য প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের প্রতিও দৃ[illegible] দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে শ্রীলংকার প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

নতুন পদ্ধতিতে মার্কশিট বিতরণের ব্যবস্থা রাখ[illegible] হয়নি। মূল ট্রান্সক্রিপ্টে গ্রেডিং বিন্যাসে অসাবধানতা[illegible] কারণে বা কম্পিউটার পরিচালনায় স্বাভাবিক ভুলে[illegible] কারণে তৈরি, সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন কর[illegible] প্রয়োজন।

প্রয়োজনে উত্তর পত্র পুনঃপরীক্ষার স্বার্থে ট্রান্সক্রিপ্টের সঙ্গে প্রাপ্ত নম্বরের সনদ একত্রে বা আলাদাভাবে প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। পরীক্ষ[illegible] মূল্যায়নে সনাতনী প্রথার পরিবর্তে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আরও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল বিস্তারিত ব্যাখ্যার অভাবে মানুষের মনের সংশয় এবং অস্পষ্টতা এখনও দূর হয়নি। ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যবহারের কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তার আগে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, কানাডার গড় গ্রেডিং পদ্ধতি ও শ্রীলংকার শতকরা ও গ্রেডিং-এর মিশ্রণ পদ্ধতির উপর সেমিনার সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে। সেখান থেকে দেশী পণ্ডিত ব্যক্তি ও বিদেশী বিজ্ঞজনের চিন্তিত মতামত গ্রহণ করে দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হোক, এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

অধ্যাপক এম এ বারী
আইডিয়াল কলেজ, ধানমনিমব, ঢাকা